ডাকিনীর চর

চিত্রানির নিবেদন

ডাকিনীর চর

রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনা : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

ভূমিকায়

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

নমিতা সিংহ, সবিতা চ্যাটার্জ্জি, বিপিন মুখার্জ্জি, ধীরাজ দাস, বিজয় বসু,
শশাঙ্ক সোম, শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত, জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জ্জি, মণি শ্রীমানী,
নরেন চক্রবর্ত্তী, অনাথ, আশু, মণ্টু, সিমলাই, পাপু, লীলা,
অমল রায়চৌধুরী, কার্ত্তিক, সুনীত প্রভৃতি।

প্রধান-যন্ত্রশিল্পী : সরোজ মিত্র

চিত্রশিল্পী : বঙ্কু রায়

শব্দযন্ত্রী : সমর বসু

সম্পাদক : বিশ্বনাথ মিত্র

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : উমা মল্লিক

শিল্প-নির্দ্দেশক : রবি ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক

রূপ-সজ্জায় : প্রমথ চন্দ, বসন্ত দত্ত

তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণে : দেবু মণ্ডল, ধীরেন দাস

কর্ম্ম-সচিব : গিরিজা চৌধুরী

ব্যবস্থাপনায় : সমর বসু

স্থির-চিত্রে : ষ্টিল্ ফটো সার্ভিস

চিত্র-পরিস্ফুটনে : অরোরা ল্যাবরেটরী

যন্ত্রীসঙ্ঘ : সুর ও শ্রী

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শশাঙ্ক সোম
সুকুমার বিশ্বাস

চিত্রশিল্পে : বিজয় গুপ্ত, বিজয় রায়,
কমলেশ রায়চৌধুরী

শব্দ-গ্রহণে : অনিল দাশগুপ্ত
সত্যেন ঘোষ
অমর চাটার্জ্জি

সঙ্গীতে : বলাই চাঁদ সাহা

সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ

শিল্প-নির্দ্দেশনায় : প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনায় : প্রভাস সরকার

রসায়নে : অনিল মুখার্জ্জি
সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রভাত ঘোষ, হারাধন দাস
সুশান্ত মাইতি, সুরেন জানা

সুরসৃষ্টি—পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

[অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত]

একমাত্র-পরিবেশক : **মুভি-মায়া লিঃ**, ৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

ডাকিনীর চর

সেকালের চামড়ার একটা কব্জি-বন্ধ। তখনকার দিনে তলোয়ার নিয়ে যারা যুদ্ধ করত, তাদের—বিশেষ করে হার্মাদ জলদস্যুদের; দুই কব্জিতে বাঁধা থাকত। এই কব্জি-বন্ধ থেকেই সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত।

নানা পুরোণ জিনিষের সঙ্গে এই কব্জি-বন্ধটি ইলা এক সেকেলে দুষ্প্রাপ্য জিনিষের ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করতে এনেছিল। চার পাঁচশ বছরের পুরোণ শুনেও ব্যাপারীর এ জিনিষে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ডাঃ বা প্রফেসার সামন্ত বলে পরিচিত রহস্যময় অদ্ভুত ধরণের একটি লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারীর অনুরোধে জিনিষটি দেখে তিনিও তার কোন মূল্য নেই বলে রায় দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ফিরে যাবার সময় রাস্তায় ইলাকে ধরে এই জিনিষটিই তিনি আশাতীত দাম দিয়ে কিনে নিলেন।

একমাত্র দাদা দ্বিজেনের একরকম মতের বিরুদ্ধেই ইলা এসব জিনিষ বিক্রি করতে নিয়ে গেছল। ফিরে এসে দাদা ও তার বন্ধু অতুলের কাছে এই অদ্ভুত

ব্যাপারের কথা বলতে অতুল যেমন কৌতূহলী তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার কথায় জানা গেল যে এরকম একটি কব্জি-বন্ধ তাদের পরিবারেও বহুদিন ধরে আছে। একদিক দিয়ে এ কব্জি-বন্ধের দাম অনেক। সেকালের কোনো হার্মাদ জলদস্যু-সর্দারের লুকোন ঐশ্বর্যের গুপ্তস্থান এই কব্জি-বন্ধে সঙ্কেত-নক্সায় আঁকা আছে। দুটি কব্জি-বন্ধ এক সঙ্গে না পেলে সে সঙ্কেত উদ্ধার করা কিন্তু সম্ভব নয়। অতুলের বাবা সারা-জীবন তাঁদের পরিবারের কব্জি-বন্ধটির জোড়া খোঁজবার জন্যে তাই চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের কোন ত্রুটি করেন নি। সেই জোড়াটি ইলাদের কাছেই ছিল কে জানত! যাই হোক কব্জি-বন্ধটি যেমন করে পারা যায় ডাঃ সামন্তর কবল থেকে উদ্ধার করতেই হবে এই স্থির করে অতুল তার আর এক বন্ধু সমীরকে কাল্পনিক এক রাজ্যের দেওয়ান সাজিয়ে ডাঃ সামন্তর বাড়িতে উপস্থিত হল। কিন্তু ডাঃ সামন্তর কাছে কূটবুদ্ধিতে তারা শিশু। তাদের

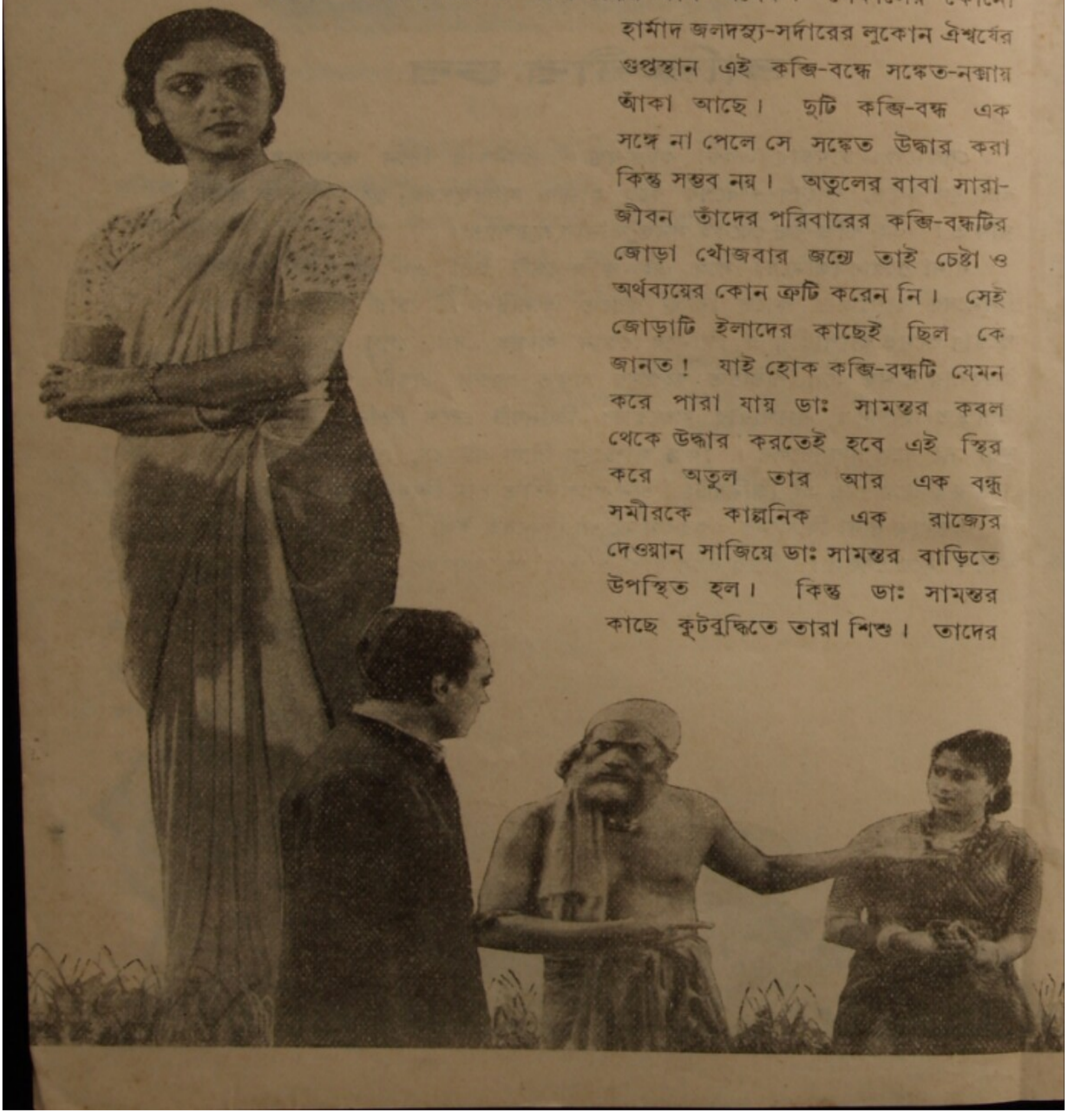

ফাঁকি ত' ধরা পড়েই, উত্তেজনার মাথায় কব্জি-বন্ধের আর একটি জুড়ি যে আছে তাও অতুলের কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতুলের পেছনে এর পর একজন গুপ্তচর লেগেছে দেখা যায়। বাড়ির বৃদ্ধ নায়েব কব্জি-বন্ধের প্রাচীন কিম্বদন্তী শুনিয়ে অতুলকে ও অভিশপ্ত জিনিষ ত্যাগ করতে বলেন। নায়েবের কথায় কি না বলা যায় না অতুলকে সত্যিই একদিন কব্জি-বন্ধটি নির্জন এক নদীর জলে ফেলে দিতে দেখা যায়। গুপ্তচর গুণ্ডাটি কিন্তু তখনও তাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করছে।

অতুল ও সমীর ব্যর্থ হওয়ায় ইলা নিজেই সেদিন ডাঃ সামন্তর কাছ থেকে জিনিষটি উদ্ধারের চেষ্টায় বেরোয়। তার ও দ্বিজেনের সমস্ত ফন্দি কিন্তু ধূর্ত্ত ডাঃ সামন্তর কাছে ব্যর্থ হয়। হাতে হাতে ধরলেও ডাঃ সামন্ত কিন্তু কব্জি-বন্ধটি ফিরিয়ে দিয়ে তাদের অবাক করে দেন।

দ্বিতীয় কব্জি-বন্ধটি ফেলে দিলেও অতুল তার নক্সাটি টুকে রাখতে

ভোলেনি। ছুটি নক্সা মিলিয়ে সকলের পরামর্শে এবার দ্বিজেনকে গুপ্তধনের ঘাঁটিটি খুঁজে ও দেখে আসতে পাঠান হয়। দ্বিজেন ফিরে এসে সে-জায়গার যে বিবরণ দেয় তা ভয়াবহ। ডাকিনীর চর বলে জায়গাটির এমন দুর্নাম যে ও-অঞ্চলের কেউ নেহাত নিরুপায় না হলে সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপে দিনের বেলাতেও নৌকো বাঁধে না। হিংস্র প্রকৃতির এক প্রৌঢ় মাঝি ও তার নাৎনিই সে চরের একমাত্র অধিবাসী। ওই নাৎনীটি ছাড়া বুড়ো মাঝির আর সকলকেই ডাকিনীর চর গ্রাস করেছে। ও-চরে দুর্ভাগ্য ক্রমে যারা গিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে খুব কম লোকেই নাকি ফেরে। সেই ভয়ঙ্কর চরে অশরীরী এক লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ দ্বিজেন নিজেই শুনে এসেছে।

দ্বিজেনের এ ভয়াবহ বিবরণ শুনে তার আপত্তি সত্ত্বেও ডাকিনীর চরে যাওয়াই সকলে স্থির করে। দ্বিজেনের বিবরণ যে মিথ্যা নয় সেখানে যাওয়ার পরই তা বুঝতে দেরী হয় না। চরের রহস্যময় বিভীষিকার বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল মনে হয়। তার ওপর ডাঃ সামন্ত ও তাঁর গুপ্তচরও কেমন করে সেখানে হাজির হয়েছে দেখা যায়। গুপ্তধনের হদিস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকিনীর চরের অভিশাপ হঠাৎ নিদারুণ ভাবে ফলতে সুরু করে। শরীরী বা অশরীরী যাই হোক অজানা কোন ভয়ঙ্কর আততায়ী প্রথমে দ্বিজেন, তারপর সমীরকেই বলি হিসাবে গ্রহণ করে। রহস্য-বিভীষিকা আরো গভীর হয়ে ওঠে। ডাকিনীর চর এরপর আর কাকে গ্রাস করবে? পাঁচ শ বছরের গুপ্তধন কী দুর্ভেদ্য রহস্যে সেখানে আচ্ছন্ন? জটীল ভয়ঙ্কর এই রহস্যের মীমাংসা কি ভাবে সম্ভব? ছবিটি সম্পূর্ণ দেখবার আগে তা বোধহয় না বলে দেওয়াই ভালো।

সঙ্গীতাংশ

(১)

টুপ্ টুপ্ টুপ্
নিরালা নীল জলে কে দেয় ডুব।
ও কি পানকৌটি ?
না, না কার বৌটি।
কে বুঝি কোথায় দেখে
চুপ্ চুপ্ চুপ্।
ধরতে কে চায় যেন জড়িয়ে
ঢেউ হয়ে যায় তবু ছড়িয়ে।
আড়ি পাতে গাছেরা
ভেবে সারা মাছেরা
বইতে ভুলেছে হাওয়া
দেখে তার রূপ।

(২)

যাই যাই, যাই যাই
বনেই চলে যাই—
দুনিয়াটা'ত দেখলাম চেখে
কোনো সোয়াদ নাই—
খেতে হলেই খাটতে—
কোথাও যেতে হ'লেই হাঁটতে—
উঠতে গেলে পড়তে—
আর বাঁচতে গেলেও মরতে হয় যে ছাই।
যতই কেন দেখনা ভাই তুলসি পাতা ধোয়া
কোন খানে পাবেনাক ছেলের হাতের মোয়া।
ভাবছ যেটা মিছরি
সেটা অতি বিশ্রী
পাথর-কুচি
হায়রে দাদা, জীবনখানাই তাই।

12-2-55

আগামী আকর্ষণ

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক মুভি-মায়া লিঃ পক্ষে ৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা